মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন ২০২৪

গবেষণা বিভাগ
(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং, গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। এ প্রতিবেদন সম্পর্কিত কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে তা ড. মোঃ গোলজারে নবী, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (golzare.nabi@bb.org.bd), মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান সরদার, অতিরিক্ত পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (waheduzzaman.sarder@bb.org.bd), শাহ্ মোঃ সুমন, যুগ্ম-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (sm.sumon@bb.org.bd) এবং মোঃ আল মাহমুদ, সহকারী পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (all.mahmud@bb.org.bd) বরাবর ই-মেইলে জানানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
(এপ্রিল-জুন ২০২৪)
সারসংক্ষেপ

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক হতে ৪.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩৩২.৩২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৪ শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৭.৭৪ শতাংশ, যা জুন'২৪ এর লক্ষ্যমাত্রা ৯.৭০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (১০.৪৮ শতাংশ) তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। *মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদের অধিক হারে হ্রাসের কারণে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির সত্ত্বেও রপ্তানি আয় হ্রাস এবং আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতির সূত্রে নীট বৈদেশিক সম্পদ বাৎসরিক ভিত্তিতে হ্রাস পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার বিপরীতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি কম হওয়ার মূল কারণ।*
- অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২১১৫৫.৩৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৪ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৯.৮০ শতাংশ, যা জুন'২৪-এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৯০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ও জুন'২৩ শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ১৫.২৫ শতাংশের তুলনায় বেশ কম। *আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি (৯.৮৪ শতাংশ) লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি হলেও সরকারি খাতে ঋণ হ্রাসের প্রেক্ষিতে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৯.৮০ শতাংশ যা লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশ হ্রাস পেয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি জুন'২৪ শেষে ৯.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা জুন'২৩ শেষে ৩৬.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। *উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে Devolvement এর মাধ্যমে সরকারের ঋণ গ্রহণ বন্ধ থাকায় এবং সরকারের কৃচ্ছ্রতা নীতির অংশ হিসেবে অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহে বাছাইকৃত অর্থায়নের সূত্রে বাৎসরিক হিসাবে ব্যাংক ব্যবস্থায় সরকারি খাতে (নিট) ঋণ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৪ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৯.৮৪ শতাংশ, যা জুন'২৪ শেষের লক্ষ্যমাত্রার (১০.০ শতাংশ) কাছাকাছি থাকলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (১০.৫৮ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে। *উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনে গৃহীত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিতে higher borrowing cost এবং ব্যাংক খাতে তারল্য পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক না থাকা সত্ত্বেও supply-side সহায়ক পদক্ষেপ যথা: উৎপাদনমুখী কৃষি ও CMSME খাত, আমদানি বিকল্প খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ অব্যাহত রাখার ফলে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি আলোচ্য সময়ে লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৫.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪১৩৬.৪৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। *বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৪ এর প্রক্ষেপিত ১.০ শতাংশ হ্রাসের বিপরীতে রিজার্ভ মুদ্রার প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৮৪ শতাংশ, জুন'২৩ শেষে প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.৪৯ শতাংশ।*

মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- জুন'২৪ শেষে গড় ভিত্তিক এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট CPI based মূল্যস্ফীতি মার্চ'২৪ এর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯.৭৩ শতাংশ এবং ৯.৭২ শতাংশে। *পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি কমলেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতি অধিক হারে বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।*
- সর্বশেষ আগস্ট'২৪ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৯৫ শতাংশে দাঁড়ায় যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মূল্যস্ফীতি সিলিংয়ের (৬.৫০ শতাংশ) তুলনায় ৩.৪৫ percentage পয়েন্ট বেশি। *খাদ্য মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী ধারা, supply chain disruption এবং অভ্যন্তরীণ অসম্পূর্ণ বাজার কাঠামো এক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।*

০.

তারল্য, সুদ হার ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতি

- ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) পরিমাণ জুন'২৪ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯৫৮.২৪ বিলিয়ন টাকা, যা মার্চ'২৪ এ ১৬৭৭.০৯ বিলিয়ন টাকা ছিল। *এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে তুলনামূলক কম (পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায়) ডলার (নিট) বিক্রয় করা, স্থানীয় মুদ্রা বাজারে তারল্য সহায়তা অব্যাহত রাখা এবং আমানতের সুদহার নিম্নসীমা প্রত্যাহারের প্রেক্ষিতে আলোচ্য সময়ে ব্যাংক খাতে তারল্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়।*
- তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানত (deposits) ও আগামের (advances) ভারিত গড় সুদহার বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৪ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৪৯ শতাংশ ও ১১.৫২ শতাংশে। *নিম্নসীমা প্রত্যাহার করে স্বীয় বিবেচনায় আমানতের সুদহার নির্ধারণ ও আগাম সুদহার সম্পূর্ণরূপে বাজারভিত্তিতে নির্ধারণ করার ফলে উভয় সুদহারে ঊর্ধ্বমুখীতা লক্ষ্য করা যায়।*
- ব্যাংক খাতে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের (NPL) অনুপাত জুন'২৪ শেষে ছিল ১২.৫৬ শতাংশ। *ব্যাংক খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণে ২০২৬ সালের মধ্যে NPL অনুপাত ৮.০ শতাংশে নিয়ে আসার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: আইনগত সংস্কার, ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতা চিহ্নিতকরণ, ঋণ write-off নীতিমালা সংশোধন এবং খেলাপি ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- *পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় এপ্রিল-জুন ২০২৪ সময়কালে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ সত্ত্বেও রপ্তানি আয় হ্রাস ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। ফলে সূত্রে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৩৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অপরদিকে, একই সময়কালে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণে (এমএলটি) প্রবৃদ্ধি হওয়ায় আর্থিক হিসাবে (financial account) উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৯৩.০ মিলিয়ন ডলার হয়। ফলে, উল্লেখিত সময়ে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও আর্থিক হিসাবে উদ্ধৃত্তের কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৪৫৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়।*
- আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৮.৩৪ শতাংশ ও ৩.৩১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৯৮৬৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়। এ সময়কালে তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে।
- আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৭.৪০ শতাংশ ও ৩.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৫৩৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।
- আলোচ্য ত্রৈমাসিকে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৮.৯৯ শতাংশ ও ২২.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৮৩৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

- জুন'২৩- জুন'২৪ সময়কালে টাকা-ডলার বিনিময় হারে শতকরা ৮.১৭ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে জুন'২৪ শেষে বিনিময় হার দাঁড়ায় ১১৮.০০ টাকা। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে আন্তঃব্যাংক মার্কেটে ডলার প্রতি বিনিময় হারের weighted average rate (WAR) ছিল ১২০.০০ টাকা।
- জুন'২৪ শেষের গ্রস অফিসিয়াল রিজার্ভ এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৬৭১৪.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২১৬৮৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ৪.৪ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত। সর্বশেষ তথ্যমতে, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে গ্রস রিজার্ভ এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৪৫২২.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১৯৩৮৫.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
(এপ্রিল-জুন ২০২৪)

২০২৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সুদহার কমিয়ে আনার প্রক্ষেপণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২৪ সালে ৩.২ শতাংশে স্থিতিশীল থাকা এবং বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ২০২৪ সালে শ্লথ গতিতে ৫.৯ শতাংশে কমে আসার পূর্বাভাস করা হয়েছে[১]। তবে, দেশীয় অর্থনীতিতে চলমান সংকটসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ক্রমাগত উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণ। Supply chain disruption ও অভ্যন্তরীণ অসম্পূর্ণ বাজার কাঠামোর প্রেক্ষাপটে মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ফলপ্রসূ হচ্ছে না। মূল্যস্ফীতি কাংখিত মাত্রায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করা হবে। উল্লেখ্য, বেসরকারি খাতের ঋণে পূর্বনির্ধারিত ১০.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন'২৪ শেষে ৯.৮৪ শতাংশ প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে। আগস্ট'২৪ শেষে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'২৪ শেষের ৯.৭২ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৪৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতি হলেও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত হয়েছে ৪৫৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৯৩৭২.৪২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩৩২.৩২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (মার্চ'২৪) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক (জুন'২৩) শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১.৪৭ শতাংশ ও ৬.১০ শতাংশ। M2-এর উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ হতে দেখা যায়, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১২.৬৮ শতাংশ এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৩.৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৪ শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৭.৭৪ শতাংশ, যা জুন'২৪ এর লক্ষ্যমাত্রা ৯.৭০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (১০.৪৮ শতাংশ) তুলনায় কম রয়েছে। উল্লেখ্য, বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৪ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদে ২.৪ শতাংশ হ্রাস প্রক্ষেপণের বিপরীতে ৭.৭১ শতাংশ প্রকৃত হ্রাস এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদে ১২.২ শতাংশ প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ১০.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (চার্ট-১)। মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদের অধিক হ্রাসের কারণে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির সত্ত্বেও রপ্তানি আয় হ্রাস এবং আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতির সূত্রে নীট বৈদেশিক সম্পদ বাৎসরিক ভিত্তিতে হ্রাস পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার বিপরীতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি কম হওয়ার মূল কারণ।

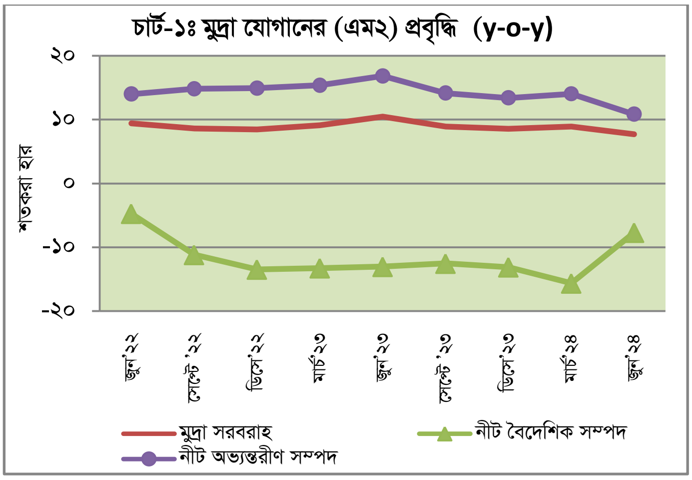

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

[১] ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, জুলাই, ২০২৪; আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)

অভ্যন্তরীণ ঋণ

এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২০৩৬৪.৪৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২১১৫৫.৩৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৪ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৯.৮০ শতাংশ, যা জুন'২৪-এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৯০ শতাংশ ও জুন'২৩ শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ১৫.২৫ শতাংশের তুলনায় বেশ কম। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেসরকারি খাতে ঋণের জোরালো প্রবৃদ্ধির ফলে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি (৯.৮৪ শতাংশ) লক্ষ্যমাত্রার (১০.০ শতাংশ) কাছাকাছি হলেও সরকারি খাতে ঋণ হ্রাসের প্রেক্ষিতে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা (১৩.৯০ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (১৫.২৫ শতাংশ) তুলনায় বেশ কম (৯.৮০ শতাংশ) হয়েছে (চার্ট-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ জুন'২৩ শেষের ৭৭.৫৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৪ শেষে ৭৭.৫৮ শতাংশে দাঁড়ায়। উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনে গৃহীত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিতে higher borrowing cost এবং ব্যাংক খাতে তারল্য চাপ থাকা সত্ত্বেও supply-side সহায়ক পদক্ষেপ যথা: উৎপাদনমুখী কৃষি ও CMSME খাত, আমদানি বিকল্প খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ অব্যাহত রাখার প্রয়াসে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি আলোচ্য সময়ে লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

চার্ট-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

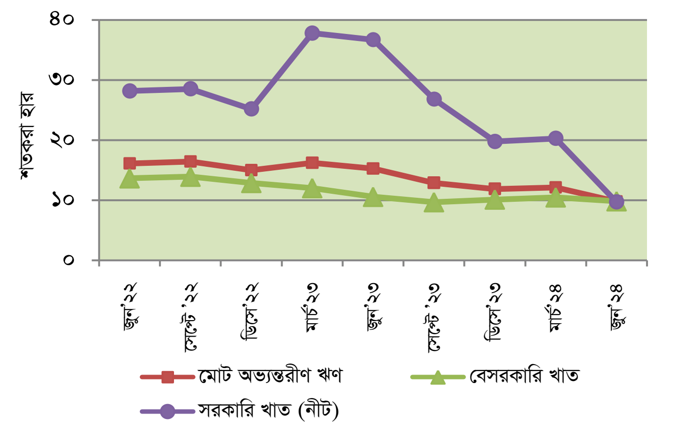

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত (cumulative) নিট ঋণ স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৮.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ৪২৪৮.৭৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১১.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৪ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি ৯.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা জুন'২৩ শেষে ৩৬.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ (Devolvement) বন্ধ থাকায় এবং সরকারের কৃচ্ছতা নীতির অংশ হিসেবে অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহে বাছাইকৃত অর্থায়নের সূত্রে বাৎসরিক হিসাবে ব্যাংক ব্যবস্থায় সরকারি খাতে (নিট) ঋণ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১২.৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯২৩.২১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৬.৫০ শতাংশ হ্রাস এবং ২.৯৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৪ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৭.৭১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা একই সময়ের প্রক্ষেপিত পরিমাণের (২.৪০ শতাংশ হ্রাস) চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী বছরের একই সময় (জুন'২৩ শেষে) নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাসের হার ছিল ১৩.০৬ শতাংশ।

রিজার্ভ মুদ্রা

এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৫৬৭.৮৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৫.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪১৩৬.৪৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৪.১৭ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১০.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উপাদানভিত্তিক তুলনায় দেখা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১২৯৮.৯৮ বিলিয়ন টাকা থেকে ২৮.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৬৬.৭২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদ ২২৬৮.৯১ বিলিয়ন টাকা থেকে ৮.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৬৯.৭৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিক তুলনায়, জুন'২৪ এর প্রক্ষেপিত ১.০ শতাংশ হ্রাসের বিপরীতে রিজার্ভ মুদ্রার একই সময় শেষে ৭.৮৪ শতাংশ প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.৪৯ শতাংশ (চার্ট-৩)।

চার্ট-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

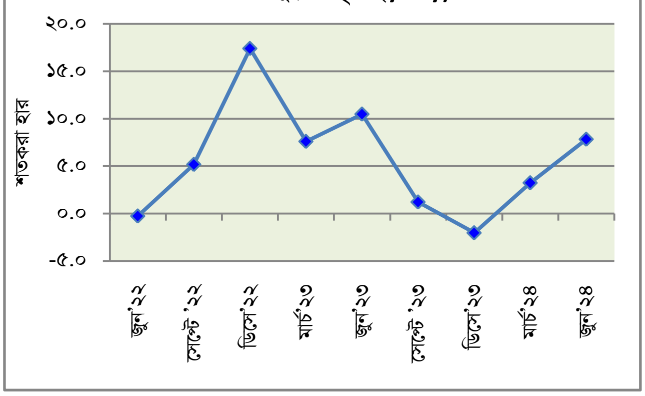

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। তারল্য পরিস্থিতি

মার্চ'২৪ শেষের ১৬৭৭.০৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় জুন'২৪ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ সংরক্ষণের পর অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯৫৮.২৪ বিলিয়ন টাকা। উল্লেখ্য, জুন'২৩ হতে ডিসেম্বর'২৩ পর্যন্ত সময়ে ব্যাংক খাতে অতিরিক্ত তরল সম্পদের নিম্নমুখী ছিল, যা পরবর্তীতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৪ শেষে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে (চার্ট-৪)।

চার্ট-৪ঃ অতিরিক্ত তরল সম্পদের গতিধারা

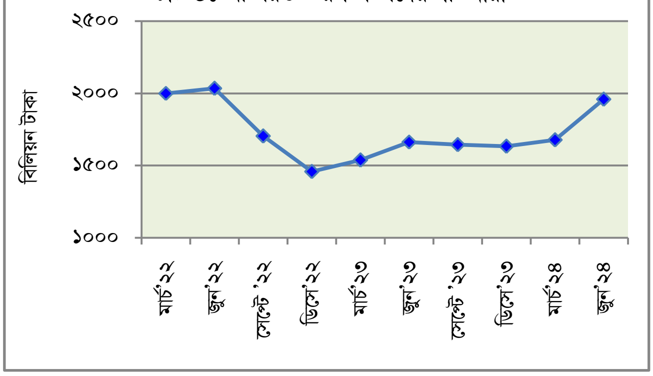

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে তুলনামূলক কম (পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায়) ডলার (নিট) বিক্রয় করা, স্থানীয় মুদ্রা বাজারে তারল্য সহায়তা অব্যাহত রাখা এবং আমানতের সুদহার নিম্নসীমা প্রত্যাহারের প্রেক্ষিতে আলোচ্য সময়ে ব্যাংক খাতে তারল্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়।

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের (deposits) ভারিত গড় সুদহার মার্চ'২৪ শেষের ৫.১৭ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৪ শেষে ৫.৪৯ শতাংশে দাঁড়ায় এবং আগামের (advances) ভারিত গড় সুদহার মার্চ'২৪ শেষের ১০.৩৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৪ শেষে ১১.৫২ শতাংশে দাঁড়ায়। নিম্নসীমা প্রত্যাহার করে স্বীয় বিবেচনায় আমানত সুদহার নির্ধারণ করা এবং আগাম সুদহারে বাজারভিত্তিক

চার্ট-৫ আমানত ও আগামের সুদ হার

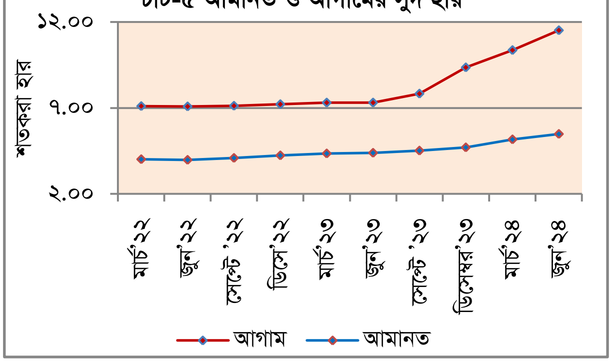

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

SMART[২]+মার্জিন সুদহার কার্যকর থাকায় জুন'২৩ হতে উভয়ে ঊর্ধ্বমুখীতা প্রবণতা দেখা যায় (চার্ট-৫)। তবে, SMART+মার্জিন সুদহার ব্যবস্থা বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০ তারিখ: ০৮ মে ২০২৪ অনুযায়ী প্রত্যাহার করে ঋণের চাহিদা ও যোগান সাপেক্ষে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পূর্ণরূপে বাজারভিত্তিক করা হয়েছে। এছাড়া, intermediation spread সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক সীমা নির্ধারণের আবশ্যকতাও রহিত করা হয়েছে।

৪। মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ব্যাংক খাতের মোট ঋণে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ (NPL) অনুপাত[৩] জুন'২৪ শেষে ১২.৫৬ শতাংশ দাঁড়ায় যা, মার্চ'২৪ শেষে ছিল ১১.১১ শতাংশ। উল্লেখ্য, জুন'২৩ পরবর্তী ব্যাংক খাতে NPL নিম্নমুখী হলেও ডিসেম্বর'২৩ পরবর্তী সময় হতে তা ঊর্ধ্বমুখী ধারায় রয়েছে (চার্ট-৬)। ব্যাংক খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণে ২০২৬ সালের মধ্যে NPL অনুপাত ৮.০ শতাংশে নিয়ে আসার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: আইনগত সংস্কার, ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতা চিহ্নিতকরণ, ঋণ write-off নীতিমালা সংশোধন এবং বর্ধিত ঋণ আদায় প্রক্রিয়া।

চার্ট-৬ঃ মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও অনুপাতের গতিধারা

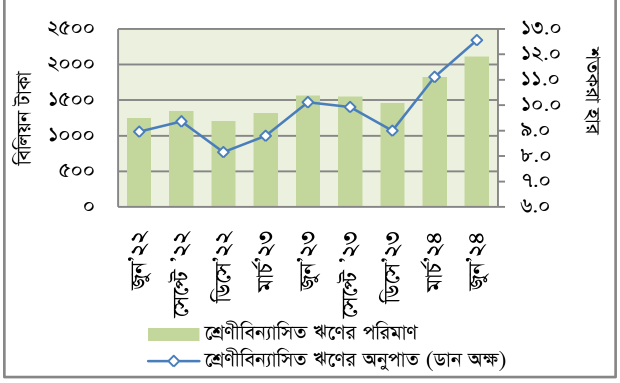

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫। মূল্যস্ফীতি[৪]

গড় ভিত্তিক CPI based মূল্যস্ফীতি মার্চ'২৪ শেষের ৯.৬৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৪ শেষে ৯.৭৩ শতাংশে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক হেডলাইন মূল্যস্ফীতি মার্চ'২৪ শেষের ৯.৮১ শতাংশের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়ে জুন'২৪ শেষে ৯.৭২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আলোচ্য সময়ে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি কমলেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতি অধিক হারে বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট হেডলাইন ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'২৪ শেষে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চার্ট-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)*

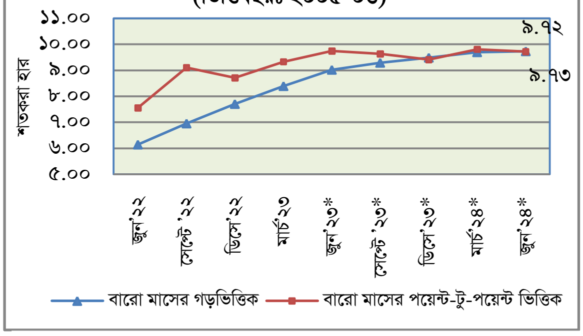

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * ভিত্তিবছরঃ ২০২১-২২

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, আগস্ট'২৪ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৯৫ শতাংশে দাঁড়ায় যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মূল্যস্ফীতি সিলিংয়ের (৬.৫০ শতাংশ) তুলনায় ৩.৪৫ percentage পয়েন্ট বেশি। খাদ্য মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী ধারা, ব্যাহত সরবরাহ চেইন এবং অভ্যন্তরীণ অসম্পূর্ণ বাজার কাঠামো এক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।

অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনী-১ তে তুলে ধরা হলো।

৬। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

ব্যাংক খাতের তারল্য নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তঃব্যাংক কলমানি সুদহার 'নীতি সুদহার করিডোর' সীমার মধ্যে রাখার জন্য মুদ্রা বাজারে বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিত হস্তক্ষেপ করে থাকে। এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকে নীতি সুদহার করিডোর ±১৫০

[২] Six Month Moving Average Interest Rate of Treasury Bill
[৩] মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত = (মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ স্থিতি/মোট ঋণ স্থিতি)।

বেসিস পয়েন্ট করা হয়, যেখানে ওভারনাইট রেপো নীতি সুদহার ৮.৫০ শতাংশ, স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) সুদহার ১০.০০ শতাংশ এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) সুদহার ৭.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারিত হয়।

কলমানিঃ এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকে কলমানি সুদহার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ৭.৯০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ১০.০০ শতাংশের মধ্যে ছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কলমানি মার্কেটে মোট ২১৪৯.৪৬ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ১৮২৬.১২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৭.৭১ শতাংশ বেশি। ভারিত গড় কলমানি সুদহার মার্চ'২৪ শেষের ৮.৭৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৪ শেষে ৯.০৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

রেপো[৫] নিলামঃ এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রেপো এর ৫৬টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১ দিন মেয়াদি ৩৩৩০.০৫ বিলিয়ন টাকার ৩১৪৮টি দরপত্র, ৭দিন মেয়াদি ৩২৩৮.০১ বিলিয়ন টাকার ৪১২৭টি দরপত্র, ১৪ দিন মেয়াদি ৭১৭.৪১ বিলিয়ন টাকার ৭২৭টি দরপত্র এবং ২৮ দিন মেয়াদি ১৬৭.২১ বিলিয়ন টাকার ৩৮১টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রেপোর ৬০টি নিলামে বিভিন্ন মেয়াদি ৯১৬৫.১৩ বিলিয়ন টাকার ১১৬৮০টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

এছাড়া, এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকে Assured রেপো সুবিধার ১৫টি নিলামের মাধ্যমে ১৮০ দিন মেয়াদি মোট ৭৭.৮৭ বিলিয়ন টাকার ১৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, রেপো ও Assured রেপো সুবিধার মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি[৬]ঃ এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকে স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ)-এর আওতায় মোট ০২টি নিলামের মাধ্যমে ৯.০ বিলিয়ন টাকার ১ দিন মেয়াদি ০২টি দরপত্র গৃহীত হয়।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৫টি নিলামের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত মোট ১১৯২.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮১৩.৫৭ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ৪০০৮টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ৯৩২.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭৬৪.৬৬ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ৩০০৪টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১২টি নিলামের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত মোট ৪৩৯.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৭০.৫৮ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ২৭৩৫টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ২৯৫.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৯৮.৪৯ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ১৫৬৩টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারিত গড় বার্ষিক আয় পরিসীমা ছিল ১১.৯৬৫১ শতাংশ থেকে ১২.৭৯৩৭ শতাংশ। উল্লেখ্য, জুন'২৪ শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতি দাঁড়ায় ৪০৭৮.৩২ বিলিয়ন টাকা, যা মার্চ'২৪ শেষের তুলনায় ৪.৫৮ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ন্যায় এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

ইসলামিক ব্যাংকস্‌ লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি (আইবিএলএফ)ঃ Islamic Banks Liquidity Facility (IBLF)-এর অধীনে এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকে ৩৭টি নিলামে বিভিন্ন মেয়াদি ৩৫৩.৮২ বিলিয়ন টাকার ৮৫টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে IBLF-এর ৫৫টি নিলামে ৫৯৮.৭৫ বিলিয়ন টাকার ১৩৩টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

মুদারাবা লিকুইডিটি সাপোর্ট (এমএলএস)ঃ Mudarabah Liquidity Support (MLS)-এর আওতায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ১টি নিলামে মাধ্যমে ১.৩০ বিলিয়ন টাকার ০১টি দরপত্র গৃহীত হয়, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ০৫টি নিলামে ৭.৪৫ বিলিয়ন টাকার ০৯টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

---

[৫] দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য অনুষ্ঠিত রেপো নিলামে ওভারনাইট রেপো, লিকিউডিটি সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি (এলএসএফ) ও স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) নিলাম অন্তর্ভুক্ত।

[৬] রিভার্স রেপো নিলামকে 'নীতি সুদহার করিডোর'-এর নিম্নসীমা বা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

Special Liquidity Support (SLS)ঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ০৩টি নিলামে মাধ্যমে ২৯.১২ বিলিয়ন টাকার ০৩টি দরপত্র গৃহীত হয়, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ০৬টি নিলামে ৩৬.৪০ বিলিয়ন টাকার ০৭টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের IBLF, MLS এবং SLS-এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

৭। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ এপ্রিল-জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৮.৩৪ শতাংশ ও ৩.৩১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৯৮৬৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়কালে তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় (পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৯.২০ শতাংশ ও ১.৩৮ শতাংশ হ্রাস) রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে।

আমদানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৭.৪০ শতাংশ ও ৩.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৫৩৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

রেমিট্যান্সঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৮.৯৯ শতাংশ ও ২২.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৮৩৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় এপ্রিল-জুন ২০২৪ সময়কালে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ সত্ত্বেও রপ্তানি আয়ে হ্রাস ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। এর সূত্রে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৩৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অপরদিকে, একই সময়কালে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (এমএলটি)-এর প্রবৃদ্ধি হওয়ায় আর্থিক হিসাবে (financial account) উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৯৩.০ মিলিয়ন ডলার হয় (সারণি-১)। ফলে, উল্লেখিত সময়ে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্তের কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৪৫৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার মজুদে ইতিবাচক প্রভাব রাখে।

বৈদেশিক লেনদেনের গতিধারা সারণী-১ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি-১ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	অর্থবছর ২০২২-২৩[স]	অর্থবছর ২০২৩-২৪[সা]	এপ্রিল-জুন: অর্থবছর ২০২৩[স]	জানুয়ারি-মার্চ: অর্থবছর ২০২৪[সা]	এপ্রিল-জুন: অর্থবছর ২০২৪[সা]
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-২৭৩৮৪**	**-২২৪৩২**	**-৫৭৫৮**	**-৪৬৩৯**	**-৬৬৭৬**
রপ্তানি (f.o.b)	৪৩৩৬৪	৪০৮১০	১০২০১	১০৭৬০	৯৮৬৩
আমদানি (f.o.b)	৭০৭৪৮	৬৩২৪২	১৫৯৫৯	১৫৩৯৯	১৬৫৩৯
সেবা	-৩১৩১	-৩৮০৮	-৯৯৫	-১০০৪	-১২১০
প্রাইমারি ইনকাম	-৩৪০৭	-৪৮১৭	-১২০০	-১০১৪	-১৫৫২
সেকেন্ডারি ইনকাম	২২২৮৯	২৪৫৪৫	৫৭৬১	৬৪১৯	৭০০৫
প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স	২১৬১১	২৩৯১২	৫৫৭৬	৬২৭৪	৬৮৩৮
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-১১৬৩৩**	**-৬৫১২**	**-২১৯২**	**-২৩৮**	**-২৪৩৩**
মূলধনী হিসাব	৪৭৫	৫৫৪	১৮৮	১২৭	২৬৭
আর্থিক হিসাব	৬৮৯০	**৪৫৪৬**	**৩৬৭৫**	**৯১**	**৩৮৯৩**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**-৮২২২**	**-৪৩০০**	**২৬৫**	**-১৩০৩**	**৪৫৫**

স=সংশোধিত, সা =সাময়িক,

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

জুন'২৪ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকা-ডলার বিনিময়[৭] হার দাঁড়ায় ১১৮.০০ টাকা, যা মার্চ'২৪ ও জুন'২৩ শেষে ছিল যথাক্রমে ১১০.০ টাকা ও ১০৮.৩৪ টাকা। জুন'২৩- জুন'২৪ সময়কালে টাকা-ডলার বিনিময় হারে শতকরা ৮.১৭ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয় (চার্ট-৮)। বিনিময় হারে দৃশ্যমান চাপ প্রশমনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এপ্রিল-জুন ২০২৪ সময়ে ১৭১৩.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নিট বিক্রয় করা হয়েছে, যা বিগত বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩০.৬৩ শতাংশ কম।

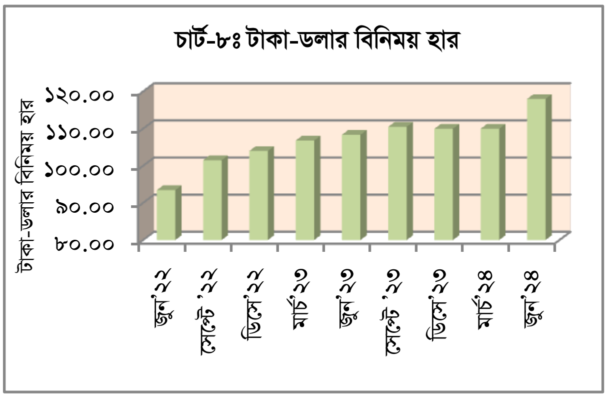

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ মুদ্রানীতিতে Crawling Peg Exchange Rate System এর অধীনে ডলার প্রতি Crawling Peg Mid Rate (CPMR) ১১৭.০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে আন্তঃব্যাংক মার্কেটে ডলার প্রতি বিনিময় হারের[৮] weighted average rate (WAR) ছিল ১২০.০০ টাকা।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate-REER Index)

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক মার্চ'২৪ শেষের ১০৫.০৭ থেকে ৫.২৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে জুন'২৪ শেষে ৯৯.৫৩ এ দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে যথাক্রমে ২.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি ও ০.৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আপেক্ষিক মূল্য সূচকের (RPI) মান বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও Nominal Effective Exchange Rate (NEER) সূচকের মান অধিকহারে হ্রাস পাওয়ায় REER সূচক আলোচ্য ত্রৈমাসিকেহ্রাস পেয়েছে।

৯। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ করা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয়, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং অন্যান্য বৈদেশিক (নিট) অন্তঃপ্রবাহের উপর রিজার্ভের পরিমাণ নির্ভর করে। জুন'২৪ শেষের গ্রস অফিসিয়াল রিজার্ভ এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৬৭১৪.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২১৬৮৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চার্ট-৯), যা ৪.৪ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত। এপ্রিল-জুন'২৪ ত্রৈমাসিকে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের ইতিবাচক প্রভাবে ফরেক্স রিজার্ভ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, মার্চ'২৪ এবং জুন'২৩ শেষে গ্রস রিজার্ভ এবং এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫২৩১.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৯৯১৩.০ (প্রায় ৪.২ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান)।

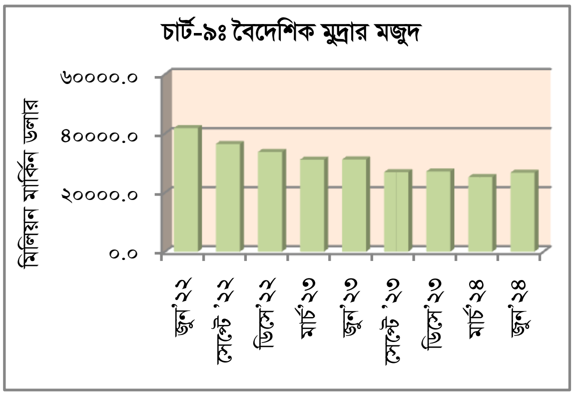

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

---

[৭] টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস্ অ্যাসোসিয়েশন (BAFEDA) হতে সংগ্রহীত।

[৮] ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক এর তথ্য মতে।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে গ্রস রিজার্ভ এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৪৫২২.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১৯৩৮৫.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১০। এপ্রিল-জুন, ২০২৪ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ওভারনাইট রেপো নীতি সুদহার ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৮.০০ শতাংশ হতে ৮.৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) উভয়ই ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে যথাক্রমে এসএলএফ সুদহার ৯.৫০ শতাংশ হতে ১০.০০ শতাংশ ও এসডিএফ সুদহার ৬.৫০ শতাংশ হতে ৭.০০ শতাংশ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। (বিস্তারিতঃ এমপিডি, ০৮ মে ২০২৪, may082024mpd02.pdf (bb.org.bd))
- ব্যাংক ঋণের সুদহার সম্পূর্ণরূপে বাজারভিত্তিক করার লক্ষ্যে SMART (Six-Months Moving Average Rate of Treasury Bill) ভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, ব্যাংক খাতের ঋণের চাহিদা ও ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান সাপেক্ষে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণের সুদহার নির্ধারিত হবে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ০৮ মে ২০২৪, may082024brpd10.pdf (bb.org.bd))
- ব্যাংক-কোম্পানীর একত্রীকরণ প্রক্রিয়া শৃঙ্খল এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহের অনুসরণের জন্য ‘স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যাংক-কোম্পানীর একত্রীকরণ’ এবং ‘ব্যাংক-কোম্পানীর বাধ্যতামূলক একত্রীকরণ’ সম্পর্কিত নীতিমালা জারি করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ০৪ এপ্রিল ২০২৪, apr042024brpd08.pdf (bb.org.bd))
- ব্যাংক কোম্পানির Held for Trading (HFT) ক্যাটাগরিতে ধারণকৃত ট্রেজারি বন্ডের Mark-to-Market ভিত্তিক পুনঃমূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রাইমারি মার্কেট yield এর পরিবর্তে সেকেন্ডারি মার্কেট yield ব্যবহার করা এবং ট্রেজারি বিলের ক্ষেত্রে প্রাইমারি মার্কেট yield ব্যবহারের চলমান পদ্ধতি বহাল থাকবে। (ডিএমডি, ০৪ জুন ২০২৪) (বিস্তারিতঃ ডিএমডি, ০৪ জুন ২০২৪, jun042024dmdl06.pdf (bb.org.bd))
- কৃষি ও পল্লী ঋণ/বিনিয়োগের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়নকৃত ঋণ/বিনিয়োগের সম্পূর্ণ/আংশিক মেয়াদোত্তীর্ণ স্থিতির উপর সুবিধাপ্রাপ্ত মেয়াদের জন্য গ্রাহক পর্যায়ে নির্ধারিত রেয়াতি সুদ/মুনাফার অতিরিক্ত আরোপ করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। (এসিডি, ২৯ মে ২০২৪) (বিস্তারিতঃ এসিডি, ২৯ মে ২০২৪, may292024acdl01.pdf (bb.org.bd))
- আর্থিক নীতি হার সমূহ বিবেচনায় ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের জন্য আমানতের সুদ/মুনাফার সর্বোচ্চ হার SMART+২.০%, এবং ঋণ/লিজ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার সর্বোচ্চ হার SMART+৫.০% নিরূপণ করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ ডিএফআইএম, ০৩ এপ্রিল, ২০২৪, apr032024dfiml13.pdf (bb.org.bd))
- ডলারের spot ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য Crawling Peg Exchange Rate System চালু করা হয়েছে, যেখানে ডলার প্রতি Crawling Peg Mid Rate (CPMR) ধার্য করা হয়েছে ১১৭.০ টাকা। আন্তঃব্যাংক ও গ্রাহক লেনদেনের ক্ষেত্রে তফসিলি ব্যাংকসমূহ স্বাধীনভাবে CPMR এর কাছাকাছি ডলার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। (বিস্তারিতঃ এফইপিডি,০৮ মে ২০২৪, https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/fepd/may082024fepd09e.pdf))

১১। উপসংহার

সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ সামনে রেখে কাঙ্খিত দেশজ প্রবৃদ্ধি অর্জনে গতিশীলতা বজায় রাখা সহ অভ্যন্তরীণ বাজারমূল্য বিশেষত: খাদ্য মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমন করে দামস্তরে স্থিতিশীলতা আনয়নে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতিমালা প্রণয়ন করছে। চলমান বিশ্ব অর্থনীতির সংকটময় পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন- কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প, আমদানি বিকল্প শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে প্রয়োজনীয় অবাধ ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা, খেলাপী ঋণের পরিমাণ হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন, ব্যাংক খাতে তারল্য পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা বজায় রাখার পাশাপাশি ব্যাংক খাতে তথা সামগ্রিক আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা এপ্রিল-জুন, ২০২৪

সংযোজনী-১

(বিলিয়ন টাকায়)

	জুন	মার্চ	ডিসেম্বর	জুন	মার্চ	জুন	পরিবর্তন সমূহ				
	২০২৪	২০২৪	২০২৩	২০২৩	২০২৩	২০২২	মার্চ'২৪ এর	ডিসেম্বর'২৩ এর	মার্চ'২৩ এর	জুন'২৩ এর	জুন'২২ এর
							তুলনায় জুন'২৪	তুলনায় মার্চ'২৪	তুলনায় জুন'২৩	তুলনায় জুন'২৪	তুলনায় জুন'২৩
১	২	৩	৪	৫	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৯২৩.২১	২৫৯৪.৩৬	২৭৭৪.৬৪	৩১৬৭.২৮	৩০৭৫.৯৬	৩৬৪২.৯৯	৩২৮.৮৫	-১৮০.২৮	৯১.৩২	-২৪৪.০৭	-৪৭৫.৭১
							(১২.৬৮)	-(৬.৫০)	(২.৯৭)	-(৭.৭১)	-(১৩.০৬)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৭৪০৯.১১	১৬৭৭৮.০৬	১৬৩১৬.৮৪	১৫৭০৪.৪০	১৪৭১০.৬৪	১৩৪৩৮.২৩	৬৩১.০৫	৪৬১.২২	৯৯৩.৭৬	১৭০৪.৭১	২২৬৬.১৬
							(৩.৭৬)	(২.৮৩)	(৬.৭৬)	(১০.৮৫)	(১৬.৮৬)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	২১১৫৫.৩৬	২০৩৬৪.৪৯	১৯৭১২.২২	১৯২৬৭.৭১	১৮১৫৯.৫৭	১৬৭১৭.৪৯	৭৯০.৮৭	৬৫২.২৭	১১০৮.১৪	১৮৮৭.৬৫	২৫৫০.২২
							(৩.৮৮)	(৩.৩১)	(৬.১০)	(৯.৮০)	(১৫.২৫)
i) সরকারি খাত (নীট)	৪২৪৮.৭৭	৩৯০৪.০১	৩৫১৬.৫৮	৩৮৭৩.৫০	৩২৪৫.৬২	২৮৩৩.১৫	৩৪৪.৭৬	৩৮৭.৪৩	৬২৭.৮৮	৩৭৫.২৭	১০৪০.৩৫
							(৮.৮৩)	(১১.০২)	(১৯.৩৫)	(৯.৬৯)	(৩৬.৭২)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৪৯৪.১৯	৪৭৫.১৮	৪৮৮.৯৪	৪৫১.৬৫	৪৪৫.৮৭	৩৭১.৯৯	১৯.০১	-১৩.৭৬	৫.৭৮	৪২.৫৪	৭৯.৬৬
							(৪.০০)	-(২.৮১)	(১.৩০)	(৯.৪২)	(২১.৪১)
iii) বেসরকারি খাত	১৬৪১২.৪০	১৫৯৮৫.৩০	১৫৭০৬.৭০	১৪৯৪২.৫৬	১৪৪৬৮.০৮	১৩৫১২.৩৬	৪২৭.১০	২৭৮.৬০	৪৭৪.৪৮	১৪৬৯.৮৩	১৪৩০.২১
							(২.৬৭)	(১.৭৭)	(৩.২৮)	(৯.৮৪)	(১০.৫৮)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩৭৪৬.২৫	-৩৫৮৬.৪৩	-৩৩৯৫.৩৮	-৩৫৬৩.৩১	-৩৪৪৮.৯৩	-৩২৭৯.২৬	-১৫৯.৮২	-১৯১.০৫	-১১৪.৩৮	-১৮২.৯৪	-২৮৪.০৫
							-(৪.৪৬)	-(৫.৬৩)	-(৩.৩২)	-(৫.১৩)	-(৮.৬৬)
৩। মুদ্রা যোগান (এমঽ) (১+২)	২০৩৩২.৩২	১৯৩৭২.৪২	১৯০৯১.৪৮	১৮৮৭১.৬৮	১৭৭৮৬.৬০	১৭০৮১.২২	৯৫৯.৯০	২৮০.৯৪	১০৮৫.০৮	১৪৬০.৬৪	১৭৯০.৪৬
							(৪.৯৫)	(১.৪৭)	(৬.১০)	(৭.৭৪)	(১০.৪৮)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৫০০৯.২৪	৪৫৫৩.৭৫	৪৫১৭.২৮	৪৯১৮.৮৮	৪৩৫২.৫২	৪২৫৯.০৫	৪৫৫.৪৯	৩৬.৪৭	৫৬৬.৩৬	৯০.৩৬	৬৫৯.৮৩
							(১০.০০)	(০.৮১)	(১৩.০১)	(১.৮৪)	(১৫.৪৯)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২৯০৪.৩৭	২৬১১.৯৫	২৫৪৮.৬০	২৯১৯.১৪	২৫৪৬.৬৯	২৩৬৪.৪৯	২৯২.৪১	৬৩.৩৫	৩৭২.৪৫	-১৪.৭৭	৫৫৪.৬৫
							(১১.২০)	(২.৪৯)	(১৪.৬২)	-(০.৫১)	(২৩.৪৬)
ii) তলবি আমানত	২১০৪.৮৮	১৯৪১.৮০	১৯৬৮.৬৮	১৯৯৯.৭৪	১৮০৫.৮৪	১৮৯৪.৫৬	১৬৩.০৮	-২৬.৮৮	১৯৩.৯১	১০৫.১৪	১০৫.১৯
							(৮.৪০)	-(১.৩৭)	(১০.৭৪)	(৫.২৬)	(৫.৫৫)
খ) মেয়াদি আমানত	১৫৩২৩.০৭	১৪৮১৮.৬৭	১৪৫৭৪.২০	১৩৯৫২.৮০	১৩৪৩৪.০৮	১২৮২২.১৮	৫০৪.৪০	২৪৪.৪৭	৫১৮.৭৩	১৩৭০.২৭	১১৩০.৬৩
							(৩.৪০)	(১.৬৮)	(৩.৮৬)	(৯.৮২)	(৮.৮২)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৪১৩৬.৪৫	৩৫৬৭.৮৯	৩৭২৩.১৬	৩৮৩৫.৮৫	৩৪৫৬.০২	৩৪৭১.৬২	৫৬৮.৫৫	-১৫৫.২৬	৩৭৯.৮৩	৩০০.৫৯	৩৬৪.২৩
							(১৫.৯৪)	-(৪.১৭)	(১০.৯৯)	(৭.৮৪)	(১০.৪৯)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৪৬৯.৭৩	২২৬৮.৯১	২৪৮১.৯৯	২৮৭৪.৯৮	২৮০৫.৩১	৩৪৭৭.৫৮	২০০.৮২	-২১৩.০৮	৬৯.৬৬	-৪০৫.২৫	-৬০২.৬০
							(৮.৮৫)	-(৮.৫৯)	(২.৪৮)	-(১৪.১০)	-(১৭.৩৩)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৬৬৬.৭২	১২৯৮.৯৮	১২৪১.১৭	৯৬০.৮৮	৬৫০.৭১	-৫.৯৬	৩৬৭.৭৪	৫৭.৮২	৩১০.১৭	৭০৫.৮৪	৯৬৬.৮৩
							(২৮.৩১)	(৪.৬৬)	(৪৭.৬৭)	(৭৩.৪৬)	(১৬২৩২.৯২)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	১৪৫৯.৩২	১২৭৮.১০	১২৬৭.০৭	১৫৭৪.১২	১১১৭.৯৮	৫৪৯.৩০	১৮১.২২	১১.০৩	৪৫৬.১৪	-১১৪.৮০	১০২৪.৮২
সরকারের নীট ঋণ							(১৪.১৮)	(০.৮৭)	(৪০.৮০)	-(৭.২৯)	(১৮৬.৫৭)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মাঃ ডঃ)	২৬৭১৪.২০	২৫২৩১.৭০	২৭১৩০.০০	৩১২০৩.০০	৩১১৪২.৭০	৪১৮২৬.৭০					
৭। অতিরিক্ত তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)[#]	১৯৫৮.২৪	১৬৭৭.০৯	১৬৩৩.০৫	১৬৬২.৮৮	১৫৩৭.৬০	২০৩৪.৩৫					
৮। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)	২১১৩.৯২	১৮২২.৯৫	১৪৫৬.৩৩	১৫৬০.৩৯	১৩১৬.২১	১২৫২.৫৮					
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত(%)	১২.৫৬	১১.১১	৯.০০	১০.১১	৮.৮০	৮.৯৬					
৯। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	১১৮.০০	১১০.০০	১১০.০০	১০৮.৩৬	১০৬.৮০	৯৩.৪৫					
১০। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	৯৯.৫৩	১০৫.০৭	১০২.৪২	১০২.০৩	১০২.৬৫	১১১.২৪					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১১। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৯.৭৩	৯.৬৯	৯.৪৮	৯.০২	৮.৩৯	৬.১৫					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২)[@]											

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নিদের্শক;

[#]= সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর; [@]= এপ্রিল'২৩ হতে ভিত্তিবছর ২০২১-২২।